Theatre of Debate- Tie your camel up
Asif, aged 42 Bradford British Bangladeshi. Lost his father to covid and nearly lost his younger brother, Saif who ended up on a ventilator in an induced coma. Saif was on the RECOVERY trail and is hailed as a research hero- now donating his plasma.

আসিফ

লেসলি 'দয়া করে' যেসব অতিরিক্ত রো আমার এক্সেল টেবিলে যোগ করেছিলো আমি সেগুলি গুছাতে চেষ্টা করছিলাম, তখন শুনলাম বাসার ফোনটা বাজছে। আমি জানতাম আম্মা করেছেন। আবারও।

মোবাইল ফোন আমি সাধারণত সাইলেন্ট-এ রাখি, কিন্তু আম্মা জানেন বাসায়-ই আছি। বাসা থেকে কাজ করার কারণেঅনেক ডকুমেন্ট-ই 'শেয়ারড এক্সেস'-এ থাকে আর আমার ফরমুলা ঠিক কাজ করছিলো না। আমরা কাজে মজা করেব লি ওর মাতব্বরি ঠিক করতে আপনাকে 'লেস্লিশ' ভাষায় কথা বলতে হবে। আম্মা কে অপেক্ষা করানো ছাড়া উপায়ওছিলো না।

আমার খারাপ লাগছিলো। কয়েক মাস আগে আব্বাকে কভিড-এ হারানোর পরেই আবার আমার ছোট ভাই সাইফ প্রায়একই পথে যাচ্ছিলো, আম্মা ভেঙ্গে পড়েছিলেন। আব্বার দাফনের সময় পৃথিবীব্যাপী আমাদের পারিবারিক হোয়াটসঅ্যাপগ্রুপ ছিলো স্বস্তি, আমরা মাত্র দশজন যেতে পেরেছিলাম। আব্বার জন্য প্রত্যেকে কয়েকবার করে দোয়া খতম দিয়েছিলেন, কিন্তু এখন যে ম্যাসেজগুলি উড়ে বেড়াচ্ছে সেগুলি বরং আম্মার কষ্ট আরও বহুগুণে বাড়িয়ে দিয়েছে!

আম্মার ভাই, ফারুক মামা হচ্ছে সবচেয়ে বড় ফাজিল। কভিড-19 নিয়ে সে রীতিমত আজগুবি সব খবর ছড়ানো শুরুকরলো, —
"এই সবই সরকারের ধাপ্পাবাজি";
5 জির সাথে এর যোগ আছে কারণ ''এটা তো কাকতালীয় ঘটনা হতে পারেনা যে কভিড শুরু হওয়ার সাথে সাথে মাস্তুলের মত থাম্বা গজায় উঠলো'; কত বড় বড় ওষুধ কোম্পানি যে এর পিছনেআছে আর ট্রাম্প 'কুং ফ্লু' আবিষ্কার করে উহানে পাঠিয়ে দিয়েছিলো যাতে চায়নার সুপার পাওয়ার হওয়া বন্ধ করা যায়।আমি ফোঁড়ন কেটে বললাম,
'হয়তো প্যাকেজে 'রিটার্ন টু সেন্ডার' লিখে তারা আবার যার মাল তার কাছে ফেরত পাঠিয়েদিয়েছে?

ফারুক মামার সাথে এর আগে কখনও আমি বেয়াদবি করি নাই।

……..

আম্মার চোখে পানি দেখে বললাম নোটিফিকেশন বন্ধ করে রাখতে আর চ্যাট মুছে ফেলতে অথবা গ্রুপ ত্যাগ করতে, কিন্তুআম্মা পারিবারিক গাল-

গপ্প শোনা ছাড়তে চান না আর ছাড়তে চান না কার চিতল মাছের কোপ্তা কেমন হয় সেটা নিয়েআড্ডা দিতে।

ফারুক মামা বেশী বাড়াবাড়ি করে ফেলছিলেন। উনি বললেন, সায়েফ যে পুরাপুরি সেরে ওঠে নাই তার কারণ হলো, 'তারা' ওকে ইন্ডিউসড কোমা-
তে রেখেছিলো যাতে এক্সপেরিমেন্টাল ড্রাগ ওর শরীরে ঢোকাতে পারে, যেটা ওর জ ন্যক্ষতিকর ছিলো। আম্মাকে ফ্লু জ্যাব না নিতে বললেন,
'মেডিকরা তোর শরীরে করোনা ঢুকায় দিবে তুই জানতেও পারবি না। ওদের গিনি পিগ দরকার।'

আম্মার চেয়ে ফারুক মামা বয়সে বড়, তাই আম্মা তার কথা শুনলেন। সায়েফ বিষয় টা জানতে পেরে মামার উপরে ভীষণখাপ্পা হয়েছিলো, এদিকে ভাই-
এর সাথে বেয়াদবি করার জন্য আম্মা আমাদের পিছনে লেগেছেন! আমি তাকে বো ঝাতেচেষ্টা করলাম।
'সাইফ ভেন্টিলেটার নিয়ে গেলো আর রিসার্চ হিরো হয়ে ফিরে এলো। আমাদের পা রিবারিক গ্রুপে এই কথা লিখে পোস্টকরেন।'

আম্মা বললেন,
'আমার ছেলে আগে স্নোডন মাউন্টে তরতর করে উঠে যেতো কিন্তু এখন ও সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠতেও দমপায় না।'

……

আব্বা আমাদের ছেড়ে যাবার পরে আমি আম্মাকে বলেছিলাম আমাদের সাথে এসে থাকতে। বাসায় আব্বার স্মৃতির মধ্যেথাকার চেয়ে আমাদের 'বাবল'-
এ এসে থাকেন। এমন তো না যে আমরা কেউ আব্বাকে ভুলে থাকতে চাই। কিন্তু আম্মানড়তে চাইলেন না।

ছেলেরা স্কুলে ফিরে যাওয়ায় আমাদের 'বাবল' খুব শীঘ্রীই ফেটে গেল। ছোটছেলে যে ইনের ক্লাসের একটা বাচ্চার লক্ষণপ্রকাশ পেয়েছিলো তাই আইসোলেট-
এ থাকার জন্য ওর স্কুল থেকে পুরা ক্লাসকে আলাদা করে বাড়িতে পাঠিয়েদিয়েছি লো। আলহামদুলিল্লাহ্ যেইন আসিমটোমেটিক ছিলো, যার কারণে আমরা ওর টেস্ট করাতে পারি নাই। বেচারাবাচ্চাটা ওর ঘরে ট্যাবলেট নিয়ে আটকা পড়েছিলো।

ফ্লু জ্যাব ছাড়াই আম্মা এসে ওর দেখাশোনা করতে চেয়েছিলেন কিন্তু সেই ঝুঁকি আমি নিতে পারি নাই, এমনকি বাগানেওনা।

আমার স্ত্রী বলছিলো সম্পূর্ণ লকডাউন-
এর সময়টা সে মিস করে। কারণ বাসা থেকে সবাই বের না হওয়ায় অন্তত এইটুকুতু মি জানতা যে সবাই নিরাপদে আছে।

সেই সন্ধ্যায় আমি যেইনের ঘরে উঁকি দিয়ে দেখলাম ও আম্মার সাথে ফেইসটাইম করছে। ও কাঁদছিলো।

‘What’s the point of school-work Dadumoni, when we can’t beat coronavirus?’

আব্বার চলে যাওয়া আমার বাচ্চাদের খুব আঘাত করেছিলো তার উপর এখন ওরা ওদের দাদুমনিকে দেখতে পারছিলো নাআর হাগও করতে পারছিলো না।

তখন আমি শুনলাম আম্মা যেইনকে গল্প বলছেন, যেই গল্পটা উনি সবসময় আমা দেরকে বলতেন।

আমি এর কিছু সময় আগে মসজিদের ইন্টারফেইথ ফোকাস গ্রুপে গিয়েছিলাম। তারা আমাদের এলাকায়পরিক্ষামূলকভাবে ভ্যাকসিন চালু করতে যাচ্ছে এবং এর জন্য তাদের কয়েকশো স্বেচ্ছাসেবীর প্রয়োজন। যে দলটা এইকাজে নাম লিখিয়েছে তাদের মধ্যে ৯৩ ভাগ সাদা মানুষ ছিলো যার জন্য আমাদের কমিউনিটির মানুষজ ন আস্থাপাচ্ছিলো না। টাস্কফোর্সের সদস্যরা তাদের সমস্ত উদ্বেগ-
এর উত্তর ধৈর্যের সাথে দিচ্ছিলো। যেমন, এই ভ্যাকসিন ‘জীবন্ত’ না; এই বিশেষ ভ্যা কসিনে কোনও প্রাণীর উপাদান ব্যবহার করা হয় নাই আর এটা 'হালাল';
‘না, এটা ইন্সরেন্স-
এর উপরকোন প্রভাব ফেলবে না। সবার জন্য কাজ করে এমন ভ্যাকসিনের খোঁজে যদিও রীতিমত ‘প্রতিযোগিতা' চলছে, তবেপ্রটোকল মেনে চলার ক্ষেত্রে কোন রকম গাফিলতি করা হচ্ছে না। আমরা সব তথ্য বুঝে নিয়েছিলাম। অন্যদের কিপরামর্শ দিতে হবে সেটা আব্বা ঠিক জানতেন কিন্তু এখন কি করা উচিৎ জানার জন্য সবাই আমার মুখের দিকে তাকিয়েছিলো।

আমার ছেলেটার মন খারাপ দেখে তা আমার কাছে পরিষ্কার হয়ে গেল।

সরকার বলেই যাচ্ছে যে মহাসমারোহে আসিতেছে কিন্তু অবস্থার তারতম্য তখনই ঘ টবে যখন আমাদের হাতে ভ্যাকসিনথাকবে। ততদিন পর্যন্ত আমরা এই করোনা কা লে মানে যাকে ‘নিউ নরমাল’ বলা হচ্ছে তার মধ্যেই আছি।

পরের দিন আমি আম্মাকে বললাম আমি স্বেচ্ছাসেবীর কাজ করছি। ন্যাশনাল ভ্যা কসিন রেজিস্ট্রিতে আমি আমার নামলিখিয়েছি।

‘যে লোকটা ট্রায়ালে গিয়ে সত্যিই অসুস্থ হয়ে পড়লো সেটার কি হবে?’

‘আম্মা, আমি এই কাজ আপনার জন্যই করছি। অনেক মানুষ ট্রায়ালে অংশ নিয়ে ছিলো বলেই আজকে আপনি ফ্লু জ্যাবনিয়ে রক্ষা পেতে পারেন কিন্তু সেটাও তো নিচ্ছেন না। আব্বাকে আমরা হারিয়েছি, আপনাকে হারাতে চাই না।

TIE UP YOUR CAMEL by Sudha Bhuchar, written for the *Covid and Me – Vaccine Monologues* – Bangla Version (Theatre of Debate/NIHR/Leeds University).

Asif, aged 42 Bradford British Pakistani. Lost his father to covid and nearly lost his younger brother, Saif who ended up on a ventilator in an induced coma. Saif was on the RECOVERY trail and is hailed as a research hero- now donating his plasma.

ASIF

তারপরে আম্মাকে আমি সেই একই গল্প বললাম যেটা তিনি যেইনকে বলেছিলেন।

একদিন আমাদের নবী হযরত মুহাম্মদ (সঃ) তাঁর এক বেদুঈন সঙ্গীর সাথে ভ্রমণে বেরিয়েছিলেন এবং গন্তব্যে পৌঁছাবারপর তিনি লক্ষ্য করলেন সে তার উট বেঁধে রা খে নাই। ‘আমি আল্লাহর উপর ভরসা রাখি সে পালাতে পারবে না বা চুরিযাবে না’, স ঙ্গী জবাব দিলেন। তখন তার উত্তরে আমাদের নবীজী বলেছিলেন,
‘প্রথমে তোমার উট বেঁধে রাখ, তারপরেআল্লাহর উপর ভরসা কর’।

বিশ্বাসের অর্থ এই না যে তুমি ভাগ্যের কাছে মাথা নত করবে কিন্তু তোমার যা করনী য় তা করবে না।

ভ্যাকসিনের প্রথম ডোজ নেয়ার সময় আমি সেলফি তুললাম, আর আম্মা সেটা পা রিবারিক গ্রুপে পোষ্ট করলেন। তখনভ্যাকসিনের বিপক্ষে যারা ছিলো তাদের কাছ থেকে ম্যাসেজের বন্যা বয়ে গেলো আর আম্মা নবীজীর উপদেশ তাদের মনেকরি য়ে দিলেন।
‘প্রথমে তোমার উট বেঁধে রাখ, তারপরে আল্লাহর উপর ভরসা কর’।
চ্যাটে সবাই চুপ করে গেল, পরে দুইজন কাজিন আমাকে সরাসরি লিখে জানতে চা ইলো তারা কী করতে পারে।

আমরা পরিবার মিলে একসাথে এই সেকেন্ড ওয়েভ পার করছি। আম্মা ফ্লু জ্যাব নিয়েছেন আর আমরা আবার দেখাকরছি। নিরাপদে। ইনশাল্লাহ ক্রিসমাসের সময় আম্মা আমাদের কাছে আসতে পারবেন। উনার হালাল টার্কি যাকে বলেকিংবদন্তী।